75

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

নিরক্ষরতা দূর করতে পরীক্ষার পর গ্রামে যান ঃ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ফাইনাল পরীক্ষার পর ছাত্রদের গ্রামে গিয়ে তিন মাস নিরক্ষরতা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহবান জানিয়েছেন।

বুধবার শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরীর সামনের রাস্তায় আয়োজিত ছাত্রলীগের আলোচনা সভাও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহবান জানান। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৬তম

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নিরক্ষরতা দূর করতে পরীক্ষার পর গ্রামে যান ঃ হাসিনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য তাঁর দল কর্মসূচী নিয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার কি করবে সেই অপেক্ষায় তাঁর দল বসে নেই। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর দলের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কামরুজ্জামান (শিক্ষক সমিতি) ও ওবায়েদুল কাদের। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবদুর রউফ এমপি, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমদ এমপি, আবদুর রাজ্জাক এমপি, ডঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, ইসমত কাদির গামা, অসীম কুমার উকিল প্রমুখ।

ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষন দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম। ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। শেখ হাসিনা বলেন যে প্রত্যেক ছাত্র যদি তাঁর ফাইনাল পরীক্ষার পর তিন মাসে গ্রামে থেকে অন্তত ৫জন লোককে নিরক্ষরতামুক্ত করে তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নিরক্ষর লোককে যিনি অক্ষর জ্ঞান দিতে পারবে তাকে তাঁর দলের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। শেখ হাসিনা ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে ছাত্রদের রাজনীতি করার আমি সমর্থক নই। পরীক্ষার তিন মাস আগে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে। অশিক্ষিত হয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতায় গেলে বিপাকে পড়তে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রদের হাতে অবশ্যই বইখাতা থাকতে হবে। তবে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করতে হবে। গত ১৮ বছর জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এখন জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমরা ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখতে চাই না। শিক্ষার মান উন্নত হোক এটাই চাই।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে তিনি অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে নয়, রাজনীতি দিয়ে অস্ত্রকে মোকাবিলা করতে ছাত্রলীগ কর্মীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছাত্রলীগ তাঁর এই নির্দেশ মেনে চলায় সংগঠনের সকল স্তরের নেতা কর্মীদেরকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্রলীগের সংগ্রামী ও আপোসহীন ভূমিকা আত্মদান-অবদান ইত্যাদি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন যে এই মহান সংগঠনের বহু সাবেক নেতা-কর্মী এখন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

বিরোধী দলীয় নেত্রী উত্তরাঞ্চলে তাঁর সাম্প্রতিক সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে এই অঞ্চলের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতেন। পথেপ্রান্তরে ভুখা-নাঙ্গা মানুষ তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করার সমালোচনা করেন। শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ বেকারত্ব বৃদ্ধি চায় না, বেকারত্ব থেকে মুক্তি চায়। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা চায়।

কোন একজন মন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেন যে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হয়নি। নিয়মতান্ত্রিক গণ আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটানো হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্র সংসদ দখলের জন্য ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যর্থতার অভিযোগ করেন। ফারাক্কার পানি সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী লংমার্চ করেছেন বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা এটার প্রশংসা করেন। আওয়ামী লীগ ফারাক্কা সমস্যার কোন সমাধান করেনি-এ অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পাওয়া যেত ফারাক্কা দিয়ে। এর পরও বলা হয় আওয়ামী লীগ ফারাক্কার পানি আদায়ের জন্য কিছুই করেনি। এখন ৪৫ হাজার কিউসেক পানি এনে দিতে তিনি দাবি জানান। নির্বাচনে একটি কালো ভূত কারচুপির খেলা খেলছে বলে শেখ হাসিনা অভিযোগকরেন।

আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ তাঁর ভাষণে বলেন যে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি ঢাকা মহানগরীতে একটি মুক্ত নাট্যমঞ্চ স্থাপনসহ নাগরিকদের চিত্ত বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে দেবেন।